দৈনিক বাংলা

A89 166 ~~165 164 163~~

তারিখ ১৮।১২।৮১
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবে প্রফেসর সালাম

প্রযুক্তি উন্নয়নে আরও বিজ্ঞানী ও প্রয়াস চাই

(স্টাফ রিপোর্টার)

নোবেল বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ ও সরকারের প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

গতকাল সকালে টিএসসিতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। দু দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তিনি। এ অনুষ্ঠানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ এ এন মিত্রসহ কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ এম হারুনর রশীদ।

প্রফেসর সালামের উদ্বোধনী ভাষণ শুনতে টিএসসিতে বিপুল জনসমাগম হয়েছিলো। অনুষ্ঠানে নবীন-প্রবীণ বিজ্ঞানীসহ বিভাগের বহু সাবেক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীও এসেছিলেন।

প্রফেসর সালাম বলেন, এই মহৎ অনুষ্ঠানে আমার একটি মাত্র কথা। অনুন্নত দেশে আরো বিজ্ঞানী চাই প্রযুক্তি উন্নয়নে আরো উদ্যোগ চাই।

শ্রোতারা তাঁর ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনেন। তিনি বিজ্ঞানে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শনিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী জনাব আবদুস সালাম।
—দৈনিক বাংলা

প্রযুক্তি

(১ম পৃঃ পর)

তাঁর গবেষণা কাজ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁর গবেষণা কাজের ইতিহাসের সূত্র ধরে তিনি বলেন যে পদার্থ বিজ্ঞান এক নবতর বিকাশের দিকে এগোতে যাচ্ছে।

অনুন্নত দেশগুলোয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীল মনোভাবের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে প্রফেসর সালাম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে অনুন্নত দেশে আত্মনির্ভরতা মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য তিনি বলেন যে সরকারের সদিচ্ছাই একমাত্র বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্যে সহায়ক হবে না যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ নিজেরা উদ্যোগী নন। সরকারের চেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত, বিশেষ করে শিল্পপতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগও প্রয়োজনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রফেসর সালাম তাঁর ভাষণে বেশ কয়েক বার পবিত্র কোরানের বাণী উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানের উন্নয়নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েই ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রাচ্য মধ্য যুগ থেকে বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অতীত অতীতই। আমাদের সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ। যতই কঠিন হোক আমাদের চেষ্টা করতে হবে'

শনিবার টিএসসিতে ঢাকা বিশ… দর্শকদের মাঝে নোবেল পুরস্… …রক জয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। (ডান থেকে চতুর্থ) দেখা যাচ্ছে।
—দৈনিক বাংলা

উন্নয়নে

বিজ্ঞানে যে অবদানের জন্যে প্রফেসর সালাম ৭৯ সাল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যাও দেন। প্রকৃতির শক্তিসমূহ একই সূত্রে গাঁথা, এটা নতুন নয়। মুসলিম বিজ্ঞানী আলবেরুনী একথা বলে গিয়েছিলেন। পবিত্র কোরানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে আল্লাহ তার সমগ্র সৃষ্টিতে একই শৃংখলা নির্দিষ্ট করেছেন। প্রকৃতির শক্তিসমূহে ঐক্য বিষয়ে আলবেরুনীর পর গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল ও আইনস্টাইনের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে প্রকৃতির শক্তিসমূহের ঐক্যের সূত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন ছিলো আইনস্টাইনের স্বপ্ন।

উন্নয়নশীল দেশগুলো ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার কথা উল্লেখ করেন। নয়াচীনও এ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। প্রফেসর সালাম বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যে পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে সংবাদপত্রে এ শিরোনামে খবর ছাপা হয়ঃ 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাপানকে পরাজিত করো।' আমার মতে, আপনাদেরও কথা হওয়া উচিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে পরাজিত করো।

প্রতিবেশী ভারতেও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ভারতে তাঁর তত্ত্বের 'প্রোটন ডি কে' সম্পর্কে গবেষণার কাজও চলছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোয় বিজ্ঞান খাতে গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ১৯৫১ সালে ঢাকায় এক বিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি যা বলেছিলেন, আজো তিনি সে কথার পুনরাবৃত্তি করতে চান। অশিক্ষা দূরীকরণ, বৈজ্ঞানিক জনশক্তি বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান সাধনায় উদ্দীপ্ত করতে আধ্যাত্মিক বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সঙ্গে প্রয়োজনে বিজ্ঞানের ফলিত ও তাত্ত্বিক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই উপমহাদেশের সব কটি দেশে ব্যাপক ভাবে জ্ঞানার্জন অর্থ ধর্মীয় শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু পবিত্র কোরানে বিজ্ঞান চর্চার জন্যে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে।